

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিকথা

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে জায়া আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। তৎকালীন অর্থও পাকিস্তানের হানসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। পঁতাত্তরে, সমগ্র পাকিস্তানের উর্দু ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ ভাগ। সে হিসাবে দেখা যায়, বাংলা ভাষাই ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের জায়া। কিন্তু তারপরও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাকে উপেক্ষা করতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব বাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছিল মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা।

পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে চালু করার দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে 'তমদ্দুন মজলিশ'। তমদ্দুন মজলিশ ১৯৪৭ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখ জায়া আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশ করে। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ২১ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উভয় ছানেই উপস্থিত ছাত্র জনতা জিন্নাহর এ উক্তি বিতর্কে 'নো, নো' বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

১৯৫২ সালে ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' এ উক্তি পুনঃবক্ত করলে উপস্থিত ছাত্র জনতাও ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এ বক্তব্যের প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। এ সময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকে অবস্থায় ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ছাত্রনেতা মহিউদ্দিন আহম্মদ রাজবন্দীদের মুক্তি ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করলে তা আন্দোলনকে আরও বেগবান করে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে প্রদেশ ব্যাপী ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু প্রাদেশিক মুসল আমিন সরকার উক্ত ধর্মঘটের দিনে ১৪৪ ধারা জারি করে সব সমাবেশ এবং মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সকালে মিছিল বের করলে পুলিশের বাধার মুখে মিছিল পও হয়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩ টায় ঢাকা সিডিবিদ্যালয় হতে (পূনঃ) মিছিল বের হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে পৌছলে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালায়। পুলিশের এ নির্বিচারে গুলির ফলে সাপাম, বরকত, রফিক, হুসেনসহ আরও কয়েকজন নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পূর্ববাংলার সব স্তরের জনতা আন্দোলন ও ধর্মঘট চালাতে থাকে। সরকার প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

অবশেষে, বাংলাভাষা ও বাঙালির কাছে সরকার নতিস্বীকার করে-১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ: কানাডার প্রবাসী বহুভাষী ছেলের সংগঠন 'মাদার ল্যাংগুয়েজ লার্জার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' প্রথম ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাঁর পেছনে যে দু'জন প্রবাসী বাঙালির অবদান রয়েছে তারা হচ্ছেন আবদুস সালাম ও রফিকুল ইসলাম। বহু ভাষাভাষী শ্রেমিক ওই সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৯৮ সালের ৯ জানুয়ারি জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানকে একটি চিঠি লেখা হয়। কফি আনান ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ জানালে ইউনেস্কোতে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়। ইউনেস্কোর শিক্ষা বিভাগের প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ বেসরকারি উদ্যোগে কোন প্রস্তাব গ্রহণের অপারগতার কথা জানান। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বিষয়টি জাতিসংঘে উপস্থাপিত হয়। ২৭টি দেশ এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩১তম সম্মেলনে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের স্বীকৃতি পায়।

যে দিবসটি শুধু বাংলাদেশকে জায়া শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হতো আজ তা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যা জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত প্রায় ১৯৪টি রাষ্ট্র একযোগে পালন করে থাকে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর সর্ব সম্মত গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, '১৯৫২' সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে মাতৃভাষার জন্য অকৃতপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতিরূপে এবং সেদিন যারা প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে, দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের জাংপর্ষ হলো প্রতিটি মানুষের মাতৃভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া, বিশেষ করে দুর্বল ও জীর্ণ মাতৃভাষাগুলোকে কিসুতির হাত থেকে রক্ষা করা, দুর্বল বলে কোন ভাষার ওপর প্রভুত্ব আরোপের অপচেষ্টা না করা। এ দিবসে প্রত্যেক ভাষাভাষী মানুষ নিজের মাতৃভাষাকে যেমন ভালো বাসবে তেমনি অন্য জাতির মাতৃভাষাকেও মর্যাদা দেবে। মহান ২১ ফেব্রুয়ারি মর্যাদা গ্রহণ করে মাতৃভাষাকে ভালোবাসার প্রেরণা পাবে মানুষ। তাই পরিশেষে বলাতে পারি যে, জায়া আন্দোলন বাঙালি জাতির চরম ভাগ্য, অসীম সাহসিকতা ও পরবর্তী প্রাণের ইতিহাস। এর প্রেরণার কোন শেষ নেই।

(লেখক: শিওক)